20 DEC 1991

দৈনিক বাংলা

৩৬

তারিখ 20 DEC 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

# প্রাইভেট শিক্ষক ছাড়া গতি নেইঃ অভিভাবকের মোটা অংকের খরচ

আবদাল আহমদ ঃ মহানগরী ঢাকার স্কুল-কলেজের প্রায় ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশুনা করে। পরীক্ষায় পাস, ভাল রেজাল্ট ও ক্লাসে 'প্লেস' করার জন্য প্রাইভেট টিউটরের ওপর এই নির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়ছে। এর ফলে অভিভাবকদের প্রতিমাসে মোটা অংকের টাকা গৃহশিক্ষকের জন্য খরচ করতে হয়।

যে অভিভাবকের ছেলেমেয়ে প্রাইমারী স্কুলে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে, তাকে প্রতি সন্তানের জন্য প্রতিমাসে গড়ে ৫শ টাকা খরচ করতে হয়। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাইভেট পড়ানোর জন্য জনপ্রতি ৭শ থেকে ৮'শ টাকা এবং নবম-দশম শ্রেণীর প্রাইভেট টিউশন ফি মাসে জনপ্রতি (শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

## অভিভাবকের মোটা অংকের খরচ

(প্রথম পৃঃ পর)

এক হাজার থেকে বারোশ টাকা খরচ করছেন একজন অভিভাবক। কলেজে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের টিউশন ফি আরও বেশী। প্রতি বিষয়ের জন্য সেখানে ৮শ থেকে এক হাজার টাকা।

টিউটর নির্ভরশীলতার মূলে রয়েছে শিক্ষাদানের সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব, শিক্ষাদানে শিক্ষকদের গাফিলতি, সিলেবাসে নতুন জটিল বিষয় সংযোজন, অনুন্নত মানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের অমনোযোগিতাসহ বিভিন্ন কারণ।

সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দেয়া ও ছুটির পর স্কুল থেকে বাড়িতে নেয়ার জন্য মহানগরীর স্কুলগুলোর সামনে প্রতিদিন অভিভাবকরা অপেক্ষা করেন। এ ধরনের ১০০ জন অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আলাপ হয়েছে বিভিন্ন অফিসে চাকরিরত অভিভাবকদের সঙ্গেও। ছাত্র-ছাত্রী এবং বেশ কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। তাদের প্রায় ৮০ ভাগই জানান, সন্তানদের ভাল ভবিষ্যতের জন্যই তারা প্রাইভেট টিউটর রেখেছেন। তাদের সঙ্গে আলাপ করে এ ধারণাই হয়েছে যে, স্কুল-কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শিক্ষার্থীকে পাস অথবা ভাল ফল করার জন্যে প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্তের অভিভাবকরাও সন্তানদের প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াচ্ছেন। যাদের পক্ষে প্রাইভেট টিউশনের ফি বহন করা একেবারেই সম্ভব নয়, কেবল তারাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষা ব্যবস্থার এই অবস্থার ফলে কিন্ডারগার্টেন, টিউটরিয়াল হোম, কোচিং সেন্টার এবং প্রাইভেট টিউটরদের নিয়ে সমাজে গড়ে উঠেছে স্কুলের পাশাপাশি আরেকটি শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পাসের জন্য এটিই চাবিকাঠি। আগে পেশাদার প্রাইভেট টিউটর, শিক্ষিত বেকার, স্কুল শিক্ষক, চাকরিজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সব মিলে প্রাইভেট টিউশনি চলত। বর্তমানে প্রাইভেট টিউশনিতে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদেরই আধিপত্য বেশী। যে স্কুল-কলেজে ছাত্ররা পড়ছে সে স্কুলের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়া কিংবা সেই স্কুলের শিক্ষককে প্রাইভেট টিউটর হিসাবে রাখা এখন যেন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কিছু দিন আগেও প্রাইভেট টিউশনি বছরব্যাপী চলত না। যে বিষয়টায় ছাত্র-ছাত্রীরা দুর্বল ছিল ১/২ মাস শুধু সেই বিষয়টিই প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে নিলে চলত। কিন্তু বর্তমানে বছরের বারো মাসই ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাইভেট পড়ে থাকে।

বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থীদের টিউটরের ওপর নির্ভরশীলতার জন্য প্রধানত দায়ী স্কুল-কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা। মহানগরীর গুটিকয়েক বাদে অন্যান্য স্কুল-কলেজের মান মোটেই সন্তোষজনক নয়। এছাড়া স্কুল-কলেজের বহু শিক্ষক সকাল-বিকাল টিউশনি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে, তারা স্কুলে পাঠদানে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন না বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অনেক অভিভাবক অভিযোগ করেছেন যে, টিউটর না রাখলে শুধু স্কুলের পড়াশুনায় ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। টিউটর নির্ভর-শীলতার যে বিষচক্র গড়ে উঠেছে এজন্য তারা শিক্ষকদেরই দায়ী করেন।

এ সম্পর্কে কয়েকজন ছাত্রের অভিমত হচ্ছে স্কুলে. শিক্ষকদের পাঠদানের পদ্ধতি অনাকর্ষণীয় এবং অনেক সময় দায়সারা গোছের; ফলে ক্লাসে তারা বুঝতে পারে না। এছাড়া রয়েছে পাঠ্য বিষয়ে ভালো বইয়ের অভাব। এতে বাধ্য হয়েই তাদের টিউটরের শরণ নিতে হয়।

অন্যদিকে শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করলে তারা জানান, অধিকাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে মনোযোগী নয়। তাছাড়া অনেক পাঠ্যপুস্তকের মান আশানুরূপ নয়। অংকে বই-এর কথাই ধরা যাক। একটি অংকের সঙ্গে অন্যটির মিল নেই। উদাহরণ হিসাবে একটি দেখিয়ে দিলে ছাত্ররা আগে যেমন অন্যগুলি করে নিতে পারত এখন তা [illegible] হয় না। এ ধরনের জটিলতা শুধু [illegible]ের বেলায়ই নয়, প্রায় প্রতিটি বিষয়ে। [illegible] রয়েছে [illegible] শিক্ষকের অনুপাত [illegible] অনুপাতে এত [illegible] [illegible] ভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা [illegible]

তবে অনেক শিক্ষক স্বীকার করেছেন যে, টিউশনি করে বেশ কিছু শিক্ষক মোটা অংকের রোজগার করেন। এত সময় টিউশনিতে তারা ব্যয় করেন যে, স্কুল-কলেজে পাঠদানের জন্য এনার্জি পান না।

একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক জানান, তার ছেলে এবার দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেছে। ওর রোল নম্বর হয়েছে ৪। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে সে প্রথম হয়েছিল। এই শিশুটির অভিযোগ হচ্ছে, তার বাবা তাকে 'স্কুলের আপার' কাছে পড়তে দেয়নি। কারণ সে আগেই বলেছিল সে আপার কাছে প্রাইভেট পড়বে। তার প্রতিযোগী শিশুটি আপার কাছে প্রাইভেট পড়েছে--সে এবার প্রথম হয়েছে।

খিলগাঁও এলাকার একজন অভিভাবক আব্দুল হান্নান জানান, তার চার ছেলেমেয়ে। এর মধ্যে অষ্টম শ্রেণীতে দু'জন এবং এইচ-এসসি ও এসএসসিতে পড়াশুনা করছে দু'জন। অষ্টম শ্রেণীর দু'জনের জন্য তাকে ৮শ টাকা এবং অন্য দু'জনের জন্য দু'হাজার টাকা প্রাইভেট টিউশন খাতে দিতে হয়। তিনি জানান, সন্তানের ভবিষ্যৎটাই তার কাছে বড়। সেজন্য তারা স্বামী-স্ত্রী কষ্ট করে হলেও ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাল কাপড়-চোপড় কিংবা খাওয়া-দাওয়ায় তেমন খেয়াল না করে টাকাটা খরচ করছেন সন্তানের শিক্ষার জন্য।

ধানমন্ডি এলাকার একজন অভিভাবক এবং কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা জানান, তার দু'ছেলে ও এক মেয়ে ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম শ্রেণীতে পড়ে। তাদের জন্য তাকে মাসে টিউশনি খাতে দু'হাজার টাকা খরচ করতে হয়। তিনি জানান, শাক-ভাত খেয়ে হলেও কোনমতে ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে চাই।

আজিমপুর শেখ সাহেব বাজার এলাকার সৈয়দ লুৎফুল হক জানান, তার দু'ছেলে চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। তাদের জন্য তিনি মাসে টিউশনি খাতে ব্যয় করেন ২৪শ টাকা।

প্রাইভেট টিউটরের কাছে না পড়ালে কি হয় না? এ সম্পর্কে একজন অভিভাবকের বক্তব্যঃ "স্কুলে সন্তান খারাপ করুক এটা কোন অভিভাবকই চান না। স্কুলের পড়াশুনার যে অবস্থা তাতে অভিভাবকরা ভরসা পাচ্ছেন না। তাছাড়া পরীক্ষার ফল আজকাল প্রতিযোগিতামূলক। ভাল ফল করতে হলে বাড়িতে কিছু বেশী সাহায্য তো নিতেই হবে। তাই প্রাইভেট টিউটর দরকার।" তার অভিযোগঃ আজকাল স্কুলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে না পড়লে পরীক্ষার ফলাফলে হেরফের করে দেয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, রেজাল্ট খারাপ হলে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় অনুৎসাহী হয়ে পড়ে। ভাল রেজাল্ট হলে উৎসাহী হয়। তাই অভিভাবকরা কষ্ট হলেও সন্তানের পেছনে এই বাড়তি ব্যয় করে থাকেন।

আরেকজন অভিভাবক তার অভিমত প্রকাশ করে বলেন, আগে ছাত্রদের ভাল পড়াশুনার ব্যাপারে স্কুলগুলোর শিক্ষকদের তদারকি ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, শিক্ষকের যেন কোন দায়িত্বই নেই। ভাল রেজাল্টের জন্য অভিভাবককেই সব করতে হবে। ভাল করার দায়িত্ব অভিভাবকের--শিক্ষকের যেন এ ব্যাপারে কোন দায়িত্বই নেই।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, শিক্ষায় গৃহশিক্ষকতার ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য প্রয়োজন স্কুলের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি, স্কুলে ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য কমিয়ে আনার জন্য একাধিক শিফট চালু, স্কুল স্থাপন এবং আরও শিক্ষক নিয়োগ; শিক্ষকদের উপযুক্ত মর্যাদা ও উচ্চহারে বেতনের ব্যবস্থা করে শিক্ষকদের টিউশনির ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ ও পাঠ্যপুস্তকের মানোন্নয়ন।

প্রাইভেট টিউশনির মাধ্যমে প্রশ্নপত্র লিখে দেবার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বনির্ভর না হয়ে পরনির্ভর হয়ে পড়ছে।